অর্ঘ্যদীপ

ছোট গল্প সমগ্র

হরপ্রসাদ সরকার

Arghadip. Bengali short stories collection.
© All right reserved by the writer. There is no hard copy of this book.
Be aware of pirated copy. Date: 16th Feb 2016
Riyabutu.com

সূচীপত্র

দীনের রুটি 1

বন্ধু 3

ছদ্মবেশী ..... **Error! Bookmark not defined.**

গুরুদেবের শিক্ষা ..... **Error! Bookmark not defined.**

ভাবনা যেমন ফল তেমন ..... **Error! Bookmark not defined.**

পয়সা দিয়ে ধনী করো না, ধন কামাতে শেখাও ..... **Error! Bookmark not defined.**

আজব কথা ..... **Error! Bookmark not defined.**

দুই মূর্খ চেলা (প্রচলিত) ..... **Error! Bookmark not defined.**

কাহার ও দিন সমান নাহি যায় ..... **Error! Bookmark not defined.**

ব্রজলাল ..... **Error! Bookmark not defined.**

কর্মনিয়োগ ..... **Error! Bookmark not defined.**

পাথরের মূর্তি (প্রচলিত) ..... **Error! Bookmark not defined.**

জীবন দরজা ..... **Error! Bookmark not defined.**

মোরগের শোভাযাত্রা ..... **Error! Bookmark not defined.**

টিকু হাঁস ..... **Error! Bookmark not defined.**

চার ভাই ..... **Error! Bookmark not defined.**

দুই সাধু ..... **Error! Bookmark not defined.**

সহায়তা ..... **Error! Bookmark not defined.**

দীনের রুটি

এক জমিদার ছিলেন। খুব বড় জমিদারি, অনেক টাকা পয়সা। অনেক চাকর বাকর। জমিদারের একমাত্র ছেলে অন্য শহরে থাকে এবং সেখানে তাদের ব্যবসা দেখা শুনা করে। জমিদারের কাছে রোজ সকাল-সকাল অনেক ভিখারি এসে জুটে ভিক্ষার জন্য। তবে একজন ভিখারি আসে, তার টাকা পয়সা চাই না। তবে কি চাই?

ঠিক যখন জমিজার মশাই খেতে বসে তখন সে এসে হাজির হয়। তার দুটি রুটি চাই। অনেক ধাক্কা-ধমকেও কিছু কাজ হয় না। সে রোজ আসবেই আর যতক্ষন না দুটি রুটি সে পাবে সে যাবে না। রুটি পেলে সে আপন মনে হাটতে হাটতে চলে যায়।

এদিকে ঐ ভিখারি অনেক দূর এসে একটা রুটি খায় আরেকটা রুটি অন্য গরিব দুখীকে দিয়ে দেয়।

জমিদারের এক চেলা কুপরামর্শ দিতে দিতে, জমিদারের মনে ঐ ভিখারির প্রতি একটা খিন্ন ভাব জাগাল। এমন হল যে, এখন ঐ ভিখারিকে দেখলেই জমিদারের মনে বিষের আগুন জ্বলতে থাকে। কিন্তু তিনি ধৈর্য্য ধরে নিজেকে সামলে নেন। ধৈর্য্য কখনো বিফলে যায় না। একদিন সেই চেলা জমিদারকে কুমন্ত্রনা দিল ঐ রুটিতে বিষ মিশিয়ে ভিখারিটিকে দিতে যেন ভিখারি আর পার না পায়। বিষ নিয়ে আসা হল। আজ দুটির বদলে চারটি রুটি তৈরী করা হল যেন বেশী পরিমানে বিষ তার পেটে যায়।

যখন জমিদার রুটিতে বিষ মিশাতে গেলেন তখনি তার মন, বিবেক হাহাকার করে উঠল। তিনি রুটিতে আর বিষ মিশালেন না। কিন্তু সেই চেলা গোপনে দুটি রুটিতে বিষ মিশিয়ে দিল, এ খবর আর জমিদার জানতে পারলেন না। যখন ভিখারি এল, জমিদার হাসতে হাসতে তাকে চারটি রুটি দিয়ে দিলেন। আজ জমিদারের মনে সেই ভিখারির প্রতি আর কোন রোষ রইল না। ভিখারি চলে গেল।

ভিখারি সেই গ্রাম পেড়িয়ে অনেক দূর যাওয়ার পর দেখল দুজন লোক আসছে। তাদের গায়ে আঘাতের চিহ্ন, ধনীর সন্তান মনে হচ্ছে কিন্তু জামা কাপড় সব ছিড়া, রক্তের দাগ। তারা ভিখারির কাছে এসেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল আর খাবার চাইল।

তাদের একজন ছিল জমিদারের ছেলে আর অন্যজন সেই চেলাটির ছেলে। এরা শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসছিল। পথে ডাকাতরা তাদের উপর হামলা করল। কোন ভাবে এরা পালিয়ে এসেছে। ভিখারি তাদের দুজনকে দুটি দুটি রুটি খেতে দিল, জল ও দিল।

প্রান ফিরে পেয়ে, একটু বিশ্রাম করে তারা আবার চলতে লাগল। দুজনেই এসে জমিদারের বাড়িতে উঠল। জমিদার ছেলেদের এ অবস্থায় দেখে দৌড়ে এলেন। তখনি সেই চেলার ছেলে হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সে আর উঠল না। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বদ্যি ডাকা হল কিন্তু লাভ হল না।

জমিদারের ছেলে সব বৃতান্ত খুলে বলল, সেই ভিখারির রুটির কথাও বলল। এ কথা শুনেই সেই চেলা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে অজ্ঞান। জমিদার ও চমকে উঠলেন, মন তার কেঁপে উঠল। ভাবলেন আজ যদি তিনি ও সেই রুটিতে বিষ মিশিয়ে দিতেন তবে নিজের ছেলেকেও ফিরে পেতেন না।

বন্ধু

ঘটনাটি আমার এক ডাক্তার বন্ধুর, আর তার মুখেই শুনা। বন্ধুটির নাম সুপ্রতিম। তার বাবাও ডাক্তার। ফলে সে কোন দিন জানত না অভাব কাকে বলে। ছোটবেলা থেকেই ধনীর ছেলে ধনীর মতই বড় হয়েছে। তবে সে মনের দিক দিয়ে ধনী হয়েছে অনেক অনেক পরে।

তখন তার বয়স বার/তের। পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র। সকাল এগারটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত স্কুল চলত। দুপুরে এক ঘন্টার ছুটি ছিল।

বেসরকারী স্কুল, খরচাও খুব বেশী। তাই ধনী ছাত্ররাই তার সহপাঠী ছিল। তবে একজন ছিল আলাদা, দেবেশ। তার বাবা বিভিন্ন স্কুল-কলেজের সামনে, কিংবা বিভিন্ন মেলাতে ঘুরে ঘুরে বাদাম, চানাচুর, আইসক্রীম ইত্যাদি বিক্রী করত। কিন্তু চাইতেন ছেলে পড়াশুনা করুক, অনেক বড় হোক। তাই তিনি কষ্ট ও করতেন অমানুষিক।

কিন্তু হল ঠিক উল্টা। টাইফয়েডে দেবেশের চোখের আলো প্রায় ফুরিয়ে গেল। সে কোন ভাবেই কোন লেখা আর দেখতে ও পারে না, পড়তে ও পারে না। ফলে যে ছেলেটি একটা স্বপ্ন নিয়ে স্কুলে যেত তাকে ঐ স্কুলের সামনেই বাদাম নিয়ে বসে থাকতে দেখা গেল। তার বন্ধুরাই তার কাছ থেকে বাদাম কিনত। আর এই বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল সুপ্রতিম। সে দেবেশের চোখের আলোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রোজ তার বাক্স থেকে দুই হাত ভরে বাদাম চুরি করত। এক টাকার বাদাম বলে পাঁচ টাকার বাদাম নিয়ে নিত। দেবেশ একে তো দেখতে পেত না তার উপর সে নিজের বন্ধুদের খুবই বিশ্বাস করত।

এভাবে কি আর ব্যবসা চলে। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই দেবেশের ব্যবসা ও বন্ধ হয়ে গেল। তাকে আর সেখানে দেখা গেল না। এর মধ্যে সুপ্রতিমের বাবার বদলির আদেশ এল। তারাও দূর শহরে চলে গেল। কথাটা এখানেই শেষ। তবে শুরু হল অন্য জায়গায়।

পৃথিবীর অনেক ঘটনাই একটা বৃত্তের মত ঘুরে ঘুরে আবার সামনে চলে আসে। তখন অনেকে নিজেকে ঠীক করার সুযোগ পায় এবং ঠীক করে ও নেয়। আবার অনেকে সুযোগ পেয়েও সুযোগকে চিনতে ভুল করে। এমনটাই হল সুপ্রতিম এর সাথে।

তখন সে সবে ডাক্তারি পাশ করে নতুন চাকরী পেয়েছে, সেইই তার পুরানো ছেলেবেলার শহরে। থাকার জন্য সরকারি জায়গা ও পেয়েছে। সে রোজ তার সেই ছেলেবেলার স্কুলের সামনে দিয়েই নিজের গাড়ী করে হাসপাতালে যায় আবার ফিরে আসে। সবাই তাকে ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু ডাকে, সন্মান করে।

একদিন হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার সময় হঠাৎ সে তার সেই পুরানো বন্ধুকে দেখতে পেল, ঠিক তার স্কুলের সামনে। দেবেশকে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি। আজ দেবেশ সম্পূর্ন অন্ধ। একটা মলিন, ছেঁড়া জামা গায়ে, হাতে একটা দুতারা। শীর্ণ শরীর, রুক্ষ চুল। মাটিতে বসে সে সুরে-বেসুরে গান গায়ে যাচ্ছে। সামনের আধ ভাঙ্গা বাটিতে কেউ কেউ কিছু পয়সা দিয়ে যাচ্ছে, অথবা কেউ ফিরেও দেখছে না।

দেবেশের সেই গান সোজা আঘাত করল সুপ্রতিমের বুকে। কেউ বোঝোক না বোঝোক সুপ্রতিম ঠিক বুঝতে পারল সেই গানের মানে। সুপ্রতিমের চোখের সামনে ভেসে উঠল তার ছেলেবেলার কথা। সে কত ভাবে, দিনের পর দিন ঠকিয়েছে তার এই অসহায় বন্ধুটিকে। সে আর গাড়ীতে বসে থাকতে পারেনি। ধীর পায়ে নেমে এল বন্ধুটির পাশে, চোখের ধারা বইতে লাগল। সে ধীর হাতে দেবেশের হাতটি ধরল।

থতমত খেয়ে চমকে উঠল দেবেশ। কিন্তু দুই হাতে সেই হাতটা ভাল করে ধরে সে আরো বেশী চমকে উঠল। প্রানখোলা এক নিখাদ ঈশ্বরীয় হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। হৃদয়ের সুগভীর তল থেকে একটা আবেশের সুর বেড়িয় এল "সুপ্রতিম, আমার বন্ধু।" দুই হাতে আরো শক্ত করে সে জড়িয় ধরল সুপ্রতিমের হাতটা।

সুপ্রতিম ভিজা গলায় বলল "চিনতে পেরেছিস?"

দেবেশঃ হ্যাঁ। তুই যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমার আপনজন।

সুপ্রতিমের গলা এমন ধরে এল যে সে দীর্ঘক্ষন আর কিছু বলতে পারল না। শুধু তেমনি তার হাত ধরে বসে রইল। শেষে অনেক কষ্টে কাঁপা গলায় বলল " চল আমার সাথে।" দেবেশের কোন কথাই আর তার কানে গেল না। সে দেবেশের হাতটা ও আর ছাড়ল না, হাতটা ধরে টেনে টেনে তাকে গাড়ীতে উঠাল। সোজা নিজের ঘরে। ঘরে যা ছিল খেতে দিল, অনেক গল্প করল। শেষে দেবেশের হাতে এতগুলি টাকা দিয়ে দেবেশকে তার বাড়িতে ছেড়ে এল।

পরদিনই দেবেশকে নিয়ে সোজা হাসপাতাল। কিছুদিনের মধ্যেই দেবেশের চোখের অপারেশন হল। চোখে আলো ফিরে এল। একদম ঠীক না হলেও চলতে ফিরতে কোন অসুবিধা রইল না। তার কিছুদিন পর সুপ্রতিম ঐখানেই একটা বাড়ি বানলো। তার কলেজের আরেক ডাক্তার, গীতশ্রীকে বিয়ে করল। দুজনই চাকরি ছেড়ে ঐ বাড়িতে গরীব মানুষের জন্য এক ডাক্তারখানা খুলল। আর দেবেশ সেই ডাক্তারখানার কেরানীবাবু। কেউ এখানে এলে প্রথমে তার কাছ থেকেই টিকিট নিতে হবে।

শেষে একদিন দেবেশকে ও সবাই জোর করে বিয়ে করাল। আজ দেবেশের মেয়ে আর সুপ্রতিমের মেয়ে এক সাথেই সেই স্কুলে পড়াশুনা করে যেই স্কুলে দুই বন্ধু পড়াশুনা করত। তবে স্কুলের খরচ-পত্র নিয়ে দুই বন্ধুতে মাঝে মধ্যে ঝগড়া হয়। কারন ঐ ব্যপারে দেবেশের কোন কথাই সুপ্রতিম শোনে না